রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৪, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

(বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ/১৬ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ

এস. আর. ও নং ৩৪১-আইন/২০১৩।—বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর বিধি ১ এর উপ-বিধি (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, ২৬ কার্তিক, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১০ নভেম্বর, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখকে উক্ত প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার তারিখ নির্ধারণ করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান ভুঁইয়া
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১৫, ২০১৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ/৩১ ভাদ্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০৯-আইন/২০১৩।—Bangladesh Chemical Industries Corporation, 1972 (P. O. No. 27 of 1972) এর Article 25 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী (অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত কর্মচারী ব্যতীত, কর্পোরেশনের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালা প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

(খ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(গ) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার অব্যবহতি পূর্বে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী সকল কর্মচারী, যাহারা এই প্রবিধানমালার প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

মূল্যঃ টাকা ২৪.০০

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(ক) ''অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল'' অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা, তদনুকূলে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্ধারিত চাঁদা এবং উভয় প্রকারের চাঁদার অর্থের লাভসমন্বয়ে গঠিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল (Contributory Provident Fund);

(খ) ''অবসরোত্তর ছুটি'' অর্থ প্রবিধি ২৩ এ উল্লিখিত ছুটি;

(গ) ''আদেশ'' অর্থ Bangladesh Chemical Industries Corporation Order, 1972 (P. O. No. 27 of 1972);

(ঘ) ''আনুতোষিক'' অর্থ প্রবিধান ২৪ এর অধীন প্রদেয় আনুতোষিক;

(ঙ) ςউপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(চ) ςকর্মচারী" অর্থ কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী, এবং যে কোন কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) ςকর্পোরেশন" অর্থ আদেশের Article 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (Bangladesh Chemical Industries Corporation);

(জ) ''গণনাযোগ্য চাকুরি'' অর্থ প্রবিধান ১৫ তে উল্লিখিত গণনাযোগ্য চাকুরি;

(ঝ) ''চেয়ারম্যান'' অর্থ কর্পোরেশনের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর চেয়ারম্যান;

(ঞ) ''ট্রাস্টি বোর্ড'' অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনে কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাস্টি বোর্ড;

(ট) ''তফসিল'' অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ঠ) ''তহবিল'' অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল;

(ড) ςপরিবার'' অর্থ—

(অ) কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাঁহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাঁহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকারী নহেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না; এবং

(আ) কর্মচারী মহিলা হইলে, তাঁহার স্বামী ও সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী তাঁহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার কোন সুবিধা পাইবার ব্যাপারে তাঁহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(ঢ) ''ফরম'' অর্থ দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরম;

(ণ) ''সদস্য'' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোন সদস্য;

(ত) ''সাধারণ ভবিষ্য তহবিল'' অর্থ প্রবিধান ৩০ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল; এবং

(থ) ''সভাপতি'' অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি।

৩। তহবিল গঠন।—এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে, 'বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্মচারী অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (খ) ও (গ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ;

(খ) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার অনুকূলে অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে প্রতি মাসে কর্পোরেশন যে অর্থ প্রদান করিত সেই অর্থ;

(গ) কর্পোরেশন কর্তৃক, সময় সময়, প্রদেয় এককালীন মঞ্জুরি;

(ঘ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঙ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। ট্রাস্টি বোর্ড।—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা তহবিল ট্রাস্টি বোর্ড নামে একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে, যথা:—

(ক) কর্পোরেশনের পরিচালক (অর্থ), পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতি হইবেন;

(খ) কর্পোরেশনের চিফ অব পার্সোনেল পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(গ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের অফিসার এসোসিয়েশনের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঘ) কর্পোরেশনের হিসাব নিয়ন্ত্রক পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য হইবেন;

(ঙ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের দুইজন হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা, (ব্যবস্থাপক পদমর্যাদার নিম্নে নহে) যাহাদের মধ্যে একজন ইহার সদস্য-সচিব হইবেন; এবং

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্পোরেশনের যৌথ দর কষাকষি এজেন্টের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি, যিনি ইহার সদস্য হইবেন।

(২) ট্রাস্টি বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোন সদস্য কোন বেতন, ভাতা বা পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

৫। ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য, ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ঋণ গ্রহণ;

(গ) প্রবিধান ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কর্পোরেশনের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(চ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৬। তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপ বিনিয়োগ করিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে, এবং এতদুদ্দেশ্যে ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের স্থায়ী আমানতের বা সঞ্চয় হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, প্রতি বৎসর এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি পরিশোধের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের চলতি হিসাবে রাখিতে পারিবে।

(২) সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যুগ্ম স্বাক্ষরে তহবিলের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

৭। সদস্য-সচিব আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার কার্যাবলি।—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন, যথা:—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ;

(খ) এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ; এবং

(গ) ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ (যদি থাকে) অনুসারে প্রবিধান ৬ এ উল্লিখিত আমানত, ব্যাংক হিসাব ও বিনিয়োগ পরিচালনা।

৮। ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের অন্তত একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোন সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৯। তহবিলের অর্থ ব্যয় ও হিসাব নিরীক্ষা।—(১) তহবিলের অর্থ অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

(২) তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সময়ে সময়ে কর্পোরেশনের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) প্রতি আর্থিক বছরান্তে তহবিলের আয়-ব্যয় এবং উদ্বৃত্তপত্র একটি স্বতন্ত্র বহিঃ নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে ।

১০। অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রাপ্তির যোগ্যতা।—এই প্রবিধানমালা যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহারা সকলেই এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি অনুসারে অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।

১১। **কতিপয় কর্মচারীর ক্ষেত্রে অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ।**—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার অবব্যহতি পূর্বে চাকুরিরত কোন কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে থাকিলে, তিনি—

(ক) উক্তরূপ কার্যকর হওয়ার পরও উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিতে পারিবেন; অথবা

(খ) উক্তরূপ কার্যকর হওয়ার তিন মাসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া লিখিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কার্যকর হওয়ার বিষয়টি ও এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন কিনা সেই বিষয়টি, অফিস আদেশের মাধ্যমে, কর্মচারীদিগকে অবহিত করিতে হইবে:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কার্যকর হওয়ার তারিখে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল অবসরজনিত সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি এই দফার অধীন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর অধীন কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেইক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে কোন কর্মচারী অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে—

(ক) উক্ত কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বন্ধ করিয়া সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন;

(খ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারীর হিসাবে কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত লাভ তহবিলে জমা হইবে;

(গ) উক্ত কর্মচারীর উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চাকুরিকালের জন্য 'বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৮' এর প্রবিধান ৫১ অনুসারে কোন আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন না এবং তাঁহার উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের পরবর্তী চাকুরিকালের প্রতিটি অর্থ বৎসরের বা আংশিক বৎসরের সর্বশেষ দিবসে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বা সময়ে সময়ে ধার্য অর্থ তহবিলে জমা করিবে;

(ঘ) উক্ত কর্মচারীর চাকুরিকাল অবসরভাতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণনা করা হইবে; এবং

(ঙ) অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে উক্ত কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত লাভ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে।

১২। অবসর গ্রহণ।—প্রবিধান ১৩ ও ১৪ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক কর্মচারী তাঁহার উনষাট বৎসর বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত চাকুরির বয়স পূর্তিতে কর্পোরেশনের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

১৩। স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ।—(১) যে কোন কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) যে তারিখ হইতে কোন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিতে আগ্রহী সেই তারিখের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্বে তাহাকে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অবসর গ্রহণের তারিখ চূড়ান্ত তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা সংশোধন বা প্রত্যাহার করা যাইবে না।

১৪। কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান।—কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার যে কোন কর্মচারীকে অবসর প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) উক্ত কর্মচারী পঁচিশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিয়া থাকেন, এবং কর্পোরেশন মনে করে যে, কর্পোরেশনের স্বার্থে উক্ত কর্মচারীকে অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; অথবা

(খ) কর্পোরেশন কর্তৃক শৃঙ্খলাজনিত কারণে উক্ত কর্মচারীকে কোন বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত করিয়া বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫। গণনাযোগ্য চাকুরিকাল।—(১) এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীর গণনাযোগ্য চাকুরিকাল বলিতে কর্পোরেশনের কোন পূর্ণকালীন ও স্থায়ী পদের বিপরীতে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হইয়া চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে অবসর গ্রহণ বা তাহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক অবসর প্রদান বা চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণ বা পদ বিলুপ্তি বা মৃত্যুর কারণে চাকুরি অবসান হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরি হিসাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সমাপ্ত পূর্ণবৎসরকে গণনা করা হইবে এবং বৎসরের ভগ্নাংশকে বর্জন করা হইবে।

(৩) কোন কর্মচারীর বিনা বেতনে ছুটিকাল গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৪) কোন কর্মচারীর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বের চাকুরিকাল গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে না।

(৫) প্রবিধান ২৩ এ উল্লিখিত অবসরোত্তর ছুটিকালীন সময়কে গণনাযোগ্য চাকুরিকাল হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৬। গণনাযোগ্য চাকুরিতে ঘাটতি প্রমার্জন।—(১) অবসরভাতা বা অবসরজনিত সুবিধাদি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, কোন কর্মচারীর প্রয়োজনীয় গণনাযোগ্য চাকুরিতে ঘাটতি থাকিলে—

(ক) ছয় মাস বা তদপেক্ষা কম সময়ের ঘাটতি মওকুফ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে;

(খ) ছয় মাসের বেশি কিন্তু এক বৎসরের বেশি নহে এইরূপ সময়ের ঘাটতি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রমার্জন করা হইবে, যদি তিনি—

(অ) চাকুরিরত থাকাকালে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন; অথবা

(আ) তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে (যেমন-পঙ্গুত্ব বা পদ বিলুপ্তি, ইত্যাদি) অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ঘটনা না ঘটিলে তিনি কমপক্ষে আরও এক বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি করিতে পারিতেন; এবং

(ই) সন্তোষজনকভাবে (satisfactory) চাকুরি করিয়া থাকেন।

(২) গণনাযোগ্য চাকুরিতে এক বৎসরের বেশি সময়ের ঘাটতি কোন অবস্থাতেই প্রমার্জন করা যাইবে না।

১৭। অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম গণনাযোগ্য চাকুরি।—কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি না করিয়া থাকিলে, তিনি কোন অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

১৮। ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা।—কোন কর্মচারী দশ বৎসর চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, তাঁহার পদ বিলুপ্ত হইলে এবং তাহাকে অন্য কোন সমান বা নিম্নতর পদে নিয়োগ করা না হইলে অথবা তিনি উক্তরূপ কোন পদে যোগদান করিতে না চাহিলে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে।

১৯। অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা।—কোন কর্মচারী দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, কর্পোরেশনের চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালে শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ফলে উক্ত কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাহাকে অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে।

২০। পারিবারিক অবসরভাতা।—(১) কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর, কিন্তু অবসর গ্রহণের পূর্বে, মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারী অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে বর্ণিত হার অনুসারে যে অবসরভাতা প্রাপ্য হইতেন, তাঁহার পরিবার সেই ভাতার সমপরিমাণে ভাতা উক্ত কর্মচারী মৃত্যুর পর পনের বৎসর বা সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সময়কাল পর্যন্ত পারিবারিক অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) যে কোন প্রকারের অবসরভাতা প্রাপ্তি শুরুর পর, পনের বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী মৃত্যুবরণ করিলে, উক্ত কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবার উক্ত পনের বৎসরের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত উক্ত অবসরভাতার সমপরিমাণ ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী পুনঃবিবাহ না করিলে এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে উপার্জনে অক্ষম সন্তান-সন্ততিগণ উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত হারে উক্ত কর্মচারী মৃত্যুর পর আজীবন পারিবারিক অবসরভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২১। অবসরভাতা প্রাপ্তির মেয়াদ।—প্রবিধান ২০ (১) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অবসর ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২২। অবসরভাতার হার।—কোন কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা, তাঁহার প্রাপ্য সর্বশেষ মূলবেতন (অবসরোত্তর ছুটিকালীন সময়ে বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হইলে তৎসহ) এর ভিত্তিতে প্রথম তফসিলে বর্ণিত হার বা সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, সময় সময়, প্রবর্তিত হার ও নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর অবসরভাতা, সরকারি কর্মচারীদের জন্য, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সীমার ঊর্ধ্বে হইবে না।

২৩। অবসরোত্তর ছুটি।—(১) Public Servants Retirement Act, 1974 (Act No. XII of 1974) এর বিধান সাপেক্ষে, অবসরোত্তর ছুটি হিসাবে কোন কর্মচারী, ছুটি পাওনা সাপেক্ষে, তাঁহার সর্বশেষ বেতনের হিসাবে বার মাস পূর্ণ গড় বেতন ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন এবং অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী সময়েও উহা ভোগ করা যাইবে, তবে এই ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর বা উক্ত কর্মচারীর ঊনষাট বৎসর বা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত বয়সসীমা (যাহা পূর্বে সমাপ্ত হয়) অতিক্রম করিবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য ছুটি শেষ হইবার তারিখ হইতে কর্মচারীদের অবসর গ্রহণ কার্যকর হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারী ইচ্ছা করিলে, অবসরোত্তর ছুটি ভোগ ব্যতিরেকেও অবসর গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একমাস পূর্বে অবসরোত্তর ছুটির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাঁহার অবসর গ্রহণের তারিখের অন্যূন একদিন পূর্বে অবসরোত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। আনুতোষিক।—(১) প্রবিধান ২০ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ বা স্বামী এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ব্যতীত, কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অধিকারী হইলে, তিনি বা উক্ত সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে প্রাপ্য অবসরভাতার অনধিক অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:—

টেবিল

নং	গণনাযোগ্য চাকুরি	সমর্পিত প্রতিটি টাকার জন্য প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১	দশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু পনের বৎসরের কম	২৩০ টাকা
২	পনের বৎসর বা তদূর্ধ্ব কিন্তু বিশ বৎসরের কম	২১৫ টাকা
৩	বিশ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	২০০ টাকা

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অধিকারী কোন কর্মচারী বা, ক্ষেত্রমত, তাঁহার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত অবসরভাতার সমর্পণযোগ্য অর্ধাংশের পরবর্তী অর্ধাংশও সমর্পণ করিয়া উহার পরিবর্তে উক্ত উপ-প্রবিধানে উল্লিখিত হারের অর্ধেক হারে এককালীন আনুতোষিক গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন কর্মচারী অন্যূন তিন বৎসর কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরির অবসান ঘটানো হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারকে তিন মাসের মূলবেতনের সমান এককালীন আনুতোষিক প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম গণনাযোগ্য চাকুরি সমাপ্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরির অবসান ঘটানো হইলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাহাকে বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর গণনাযোগ্য চাকুরি করিয়াছেন উহার প্রতি বৎসরের জন্য তাঁহার সর্বশেষ মাসিক মূলবেতনের দ্বিগুণ হারে এককালীন আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

২৫। অবসরভাতা, ইত্যাদি গ্রহণের জন্য মনোনয়ন।—(১) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার পরিবারের প্রাপ্য অবসরভাতা ও আনুতোষিক উক্ত পরিবারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার সময় চাকুরিরত কর্মচারী হইলে, এই প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের একশত আশি দিনের মধ্যে; এবং

(খ) উক্ত তারিখের পরে চাকুরিতে যোগদান করিলে, চাকুরিতে যোগদানের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে;

দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া তাঁহার অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া উক্ত ফরমটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে কোন কর্মচারী উক্ত উদ্দেশ্যে কোন মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে উক্ত মনোনয়ন, এই প্রবিধানমালার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নোটিশের মাধ্যমে যে কোন সময় উক্ত মনোনয়ন বাতিল বা পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন ।

(৩) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে তহবিলের অর্থ প্রদান করা হইবে।

২৬। কতিপয় বিধি-নিষেধ।—(১) কোন কর্মচারী চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে বা চাকুরি হইতে অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, তিনি কোন অবসরভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, অসদাচরণ বা অদক্ষতার কারণে কোন কর্মচারী অপসারিত বা বরখাস্ত হইলে, বিশেষ বিবেচনায় তাহাকে সহানুভূতিমূলক ভাতা প্রদান করা যাইতে পারে, যাহার পরিমাণ অক্ষমতাজনিত কারণে তাহাকে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করানো হইলে যে পরিমাণ অবসরভাতা প্রাপ্য হইতেন সেই পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) অবসর গ্রহণের সময় বা অন্য কোনভাবে চাকুরির অবসানের সময়, কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোন আদালতে কোন ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন থাকিলে, উক্ত মামলার রায় চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁহার পরিবার কোন অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত কোন মামলায় কোন কর্মচারী যদি কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসরভাতা বা উহার অংশ বিশেষ প্রদান না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) বিভাগীয় মামলায় বা ফৌজদারি আদালতে দায়েরকৃত মামলায় যদি দেখা যায় যে, কোন কর্মচারীর অবহেলা বা প্রতারণার ফলে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত কর্মচারীকে বা তাঁহার পরিবারকে প্রদেয় অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে উক্ত ক্ষতির টাকা আদায় করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষতির টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে সুবিধাদি প্রদান স্থগিত করা যাইবে।

(৫) কোন কর্মচারী একই সময়ে দুইটি অবসরভাতা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারকে অবসরভাতা মঞ্জুর করিবার পূর্বে তাঁহার চাকুরিকাল সন্তোষজনক ছিল কিনা তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং, উক্ত চাকুরিকাল সন্তোষজনক না হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারী বা তাঁহার পরিবারের প্রাপ্ত অবসরভাতার পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে, হ্রাস করিতে পারিবে।

(৭) কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত, অবসরোত্তর ছুটিতে থাকাকালে বা অবসর গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে, কোন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সুবিধাসম্পন্ন পদে নিয়োগ লাভ করিতে পারিবেন না এবং এইরূপ নিয়োগ লাভ করিলে তাহাকে অবসরভাতা প্রদান করা যাইবে না ।

২৭। অর্জিত ছুটি নগদায়ন।—(১) চাকুরিতে থাকাকালে কোন কর্মচারী তাঁহার পাওনা অর্জিত ছুটি ভোগ না করিয়া থাকিলে তিনি বা, তাঁহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাঁহার পরিবারবর্গ উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত জমাকৃত অর্জিত ছুটির অনধিক বার মাসের পরিবর্তে তাঁহার সর্বশেষ প্রাপ্ত মূলবেতনের সমান হারে এককালীন নগদ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য অর্থ অবসরোত্তর ছুটি শুরু হইবার পূর্বে গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। অবসরভাতা, ইত্যাদির আবেদন।—(১) কোন কর্মচারী বা মনোনীত ব্যক্তি অথবা অনুরূপ কোন মনোনয়ন না থাকিলে তাঁহার পরিবার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এই প্রবিধানমালার অধীন অবসরভাতা ও আনুতোষিক সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, তৃতীয় তফসিলের প্রথম ভাগে বর্ণিত ফরম পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবরে আবেদন করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইলে তৃতীয় তফসিলের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত তফসিলের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত ফরমে প্রার্থিত অবসরভাতা ও আনুতোষিক মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অবসরভাতা বা আনুতোষিক মঞ্জুর করা হইলে, আবেদনকারীকে, তৃতীয় তফসিলের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত ফরমে একটি 'অবসরভাতা বহি' প্রদান করিতে হইবে এবং এই বহিতে প্রতি মাসে প্রদত্ত অবসরভাতা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এইরূপ প্রদত্ত অবসরভাতা সম্পর্কিত তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবে।

২৯। অবসরভাতা, ইত্যাদি পরিশোধের স্থান।—এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অর্থ যথাসম্ভব, উহার প্রাপক কর্তৃক উল্লিখিত, কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়, কোন আঞ্চলিক কার্যালয় বা কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে এবং উক্তরূপ কোন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩০। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প (scheme) গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত চাঁদা এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর দফা (ঙ) এর অধীন জমাকৃত অর্থ এবং এই সকল অর্থের উপর সুদ সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল' গঠিত হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পর কর্পোরেশনের চাকুরিতে যোগদানকারী কর্মচারীগণ এবং প্রবিধান ১১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) এর বিধান অনুসারে অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধা প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশকারী কর্মচারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবসরভাতা প্রাপ্তির জন্য গণনাযোগ্য চাকুরি দুই বৎসর পূর্ণ না হইলে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হইবে না:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত দুই বৎসর পূর্তির পূর্বে কোন কর্মচারী, ইচ্ছা করিলে, সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদার হার, চাঁদা আদায়, মনোনয়ন, প্রদত্ত চাঁদা হইতে অগ্রিম গ্রহণ, বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধসহ সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিকল্প সংক্রান্ত আনুতোষিক সকল বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য General Provident Fund Rules, 1979 সহ এতদসংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান, নিয়মাবলি ও ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে (mutatis mutandis), প্রযোজ্য হইবে।

(৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান অনুসারে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল ফরম প্রস্তুত করিতে পারিবে।

৩১। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়।**—অবসরভাতা, আনুতোষিক ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বা এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় অবসরজনিত সুবিধাদি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে উক্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি অনুসরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ অনুসরণে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে এতদবিষয়ে সরকারের কোন সাধারণ নির্দেশ সাপেক্ষে, ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩২। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**—এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং উভয়ের মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে উক্ত Act এর বিধান প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

(প্রবিধান ২০ ও ২২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	গণনাযোগ্য চাকুরী	প্রাপ্য অবসরভাতার হার (সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন %)
(১)	(২)	(৩)
(১)	১০ বৎসর	৩২
(২)	১১ বৎসর	৩৫
(৩)	১২ বৎসর	৩৮
(৪)	১৩ বৎসর	৪২
(৫)	১৪ বৎসর	৪৫
(৬)	১৫ বৎসর	৪৮
(৭)	১৬ বৎসর	৫১
(৮)	১৭ বৎসর	৫৪
(৯)	১৮ বৎসর	৫৮
(১০)	১৯ বৎসর	৬১
(১১)	২০ বৎসর	৬৪
(১২)	২১ বৎসর	৬৭
(১৩)	২২ বৎসর	৭০
(১৪)	২৩ বৎসর	৭৪
(১৫)	২৪ বৎসর	৭৭
(১৬)	২৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব	৮০

দ্বিতীয় তফসিল

[প্রবিধান ২৫ (১) দ্রষ্টব্য]

(অবরসভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের মনোনয়নপত্র)

নং	মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	কর্মচারীর সহিত মনোনীত ব্যক্তির সম্পর্ক	মনোনীত ব্যক্তির বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অবসরভাতার পরিমাণ (শতকরা হারে)	যদি মনোনীত ব্যক্তি মনোনয়নকারী কর্মচারীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে এই অধিকার যাহার উপর বর্তাইবে তাহার নাম, ঠিকানা ও সম্পর্ক, যদি থাকে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(১)					
(২)					
(৩)					

সাক্ষীঃ	
১। .... ২।	কর্মচারীর স্বাক্ষর নামঃ ....
তারিখঃ	পদবীঃ ....
	বিভাগ/শাখাঃ ....
	তারিখঃ ....

তৃতীয় তফসিল
প্রথম ভাগ
''ক'' অংশ
[প্রবিধান ২৮ (১) দ্রষ্টব্য]
(অবরসভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের আবেদনপত্র)

১।	কর্মচারীর নাম (স্পষ্টাক্ষরে)	
২।	অবসর গ্রহণকালে পদবী ও কর্মস্থল	
৩।	জন্ম তারিখ	
৪।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	
৫।	কর্মচারীর বয়স ৫৯ বৎসর পূর্ণ হওয়া বা চাকুরীর ২৫ বৎসর পূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান বা বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবসর প্রদান এর ক্ষেত্রে অবসর কার্যকর হওয়ার তারিখ	
৬।	ক্ষতিপূরণমূলক অবসরভাতা বা অক্ষমতাজনিত অবসরভাতা বা পরিবারের জন্য অবসরভাতা এর ক্ষেত্রে যে তারিখ হইতে উক্ত ভাতা প্রাপ্য হইয়াছে (অপ্রযোজ্যটি কর্তন করুন)	
৭।	গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	
৮।	সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন	
৯।	অবসরভাতা প্রাপ্য হইলে উহার যে পরিমাণ সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক (শতকরা হারে)	
১০।	অর্জিত ছুটি নগদায়নের ক্ষেত্রে, প্রাপ্য ছুটির পরিমাণ	
১১।	কর্মচারী স্বয়ং আবেদনকারী না হইলে—	
	(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	
	(খ) কর্মচারীর সহিত আবেদনকারীর সম্পর্ক	
	(গ) আবেদনকারী কর্মচারী কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন কিনা (মনোনয়ন না থাকিলে প্রাপকগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা-পত্র দাখিল করিতে হইবে)	
১৩।	ব্যাংকের যে শাখায় অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদির টাকা গ্রহণ করিতে আগ্রহী—	
	(ক) অবসরভাতা	
	(খ)সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিক টাকা	
	(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা	

ঘোষণাপত্রঃ

আমি এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জানামতে সঠিক এবং আমি নির্ধারিত ফরমে ইতোপূর্বে অবসরভাতার জন্য দরখাস্ত করি নাই। এই আবেদনের সূত্রে আমি যদি কোন অতিরিক্ত অবসরভাতা বা আনুতোষিক গ্রহণ করি, তাহা ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিব।

....
কর্মচারীর বা আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখঃ ....

তৃতীয় তফসিল

প্রথম ভাগ

‘‘খ’’ অংশ

(কর্মচারীর বা আবেদনকারীর নমুনা স্বাক্ষর বা অঙ্গুলির ছাপ)

আবেদনপত্রের ‘‘ক’’ অংশে উল্লিখিত অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমি এতদ্দ্বারা আমার নমুনা স্বাক্ষর বা অঙ্গুলির ছাপ নিম্নে প্রদান করিলামঃ

নমুনা স্বাক্ষর

(১) .... (২)................................... (৩) ....

অঙ্গুলির ছাপ

বৃদ্ধাঙ্গুলি	তর্জনী	মধ্যমা	অনামিকা	কনিষ্ঠা

কর্মচারীর বা আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নামঃ ....

তারিখঃ ....

সত্যায়িত

....

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
‘‘ক’’ অংশ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]
(অবসরভাতা বা আনুতোষিক সুবিধাদির আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কর্মচারীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিম্নের অংশ পূরণ করিবেন)

১।	কর্মচারীর নাম	
২।	পিতার নাম	
৩।	মাতার নাম	
৪।	জাতীয়তা	
৫।	কর্মচারীর সহিত ডাকযোগে যোগাযোগের ঠিকানা	
৬।	অবসরভাতা প্রাপ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বের কর্মচারীর পদের নাম	
৭।	কর্মচারীর জন্ম তারিখ	
৮।	সনাক্তকরণ চিহ্ন	
৯।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	
১০।	অবসরভাতা প্রাপ্যতার তারিখ	
১১।	আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ	
১২।	গণনাযোগ্য চাকুরীকাল	
১৩।	প্রার্থীত অবসরভাতাসহ অন্যবিধ সুবিধার ধরণ	
১৪।	সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন	
১৫।	প্রার্থীত মাসিক অবসরভাতার মোট পরিমাণ	
১৬।	প্রস্তাবিত সমর্পণের পরিমাণ	
১৭।	প্রাপ্য নীট অবসরভাতার পরিমাণ	
১৮।	অবসরভাতা ইত্যাদি পরিশোধের স্থান-	
	(ক) অবসরভাতা	
	(খ) সমর্পিত অবসরভাতার পরিবর্তে এককালীন আনুতোষিক	
	(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের টাকা	
১৯।	যে তারিখে অবসরভাতা প্রদেয় হইয়াছে বা হইবে	

উর্ধ্বতন কর্মকর্তার স্বাক্ষরঃ

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
''খ'' অংশ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]
(গণনাযোগ্য চাকুরীর হিসাব)
(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

নং	চাকুরী, ছুটি, ইত্যাদির বর্ণনা	হইতে	পর্যন্ত	সময়কাল
(১)	চাকুরীর মোট সময়কাল (বিরতি এবং অগণনাযোগ্য চাকুরীকাল, যদি থাকে, উহাসহ)			
(২)	অসাধারণ ছুটি			
(৩)	কর্মরত বা ছুটি হিসাবে গণ্য হয় নাই এইরূপ সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকার সময়কাল, যদি থাকে			
(৪)	চাকুরীকালে কোন বিরতি থাকিলে উহার সময়কাল			
(৫)	বিরতি মার্জনা না করা হইলে বিরতির পূর্ববর্তী চাকুরীকাল			
(৬)	ইস্তফাদানের ফলে বাজেয়াপ্তকৃত চাকুরীকাল			
(৭)	অননুমোদিত অনুপস্থিতি			

সর্বমোট চাকুরীকাল

নীট গ্রহণযোগ্য চাকুরীকাল ....

গণনাযোগ্য চাকুরীতে মার্জনাকৃত ঘাটতি ....

সর্বমোট গণনাযোগ্য চাকুরী .... বৎসর .... মাস .... দিন।

____

প্রশাসন বিভাগের
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
''গ'' অংশ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]
(অবসরভাতা বা অর্জিত ছুটি নগদায়নের হিসাব)

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। প্রাপ্য মোট অবসরভাতার পরিমাণঃ

....

সর্বশেষ প্রাপ্ত মাসিক মূল বেতন

.... টাকার ....

.... (% হারে)

.... টাকা

২। শতকরা .... ভাগ ....

সমর্পনের পর নীট অবসরভাতার পরিমাণঃ

৩। প্রথম ৫০% সমর্পিত অবসর ভাতা ....

প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণঃ ....

৪। পরবর্তী ৫০% সমর্পিত অবসরভাতা ....

প্রতি টাকার বিপরীতে প্রাপ্য এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণঃ ....

৫। কর্মচারীর অর্জিত ছুটির নগদায়নের বিবরণ-

(ক) ছুটির পরিমাণঃ ....

(খ) প্রাপ্য টাকার পরিমাণঃ ....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
''ঘ'' অংশ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]

(উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ)

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক। সুতরাং অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে তাহাকে মাসিক নীট অবসরভাতা .... টাকা এককালীন আনুতোষিক এতদ্দ্বারা মঞ্জুর করা হইল।

অথবা

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, জনাব/বেগম .... এর সম্পূর্ণ চাকুরীকাল সন্তোষজনক নহে এবং সেই কারণে তাহার অবসরভাতা নিম্নবর্ণিত হারে হ্রাস করিয়া, অডিট বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে, মঞ্জুর করা হইল।

(ক) নীট অবসরভাতার পরিমাণ ....

(খ) এককালীন আনুতোষিক ....

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন ....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখঃ ....

সভাপতির স্বাক্ষর ও সীল

তৃতীয় তফসিল
দ্বিতীয় ভাগ
"ঙ" অংশ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]
(অডিট বিভাগ পূরণ করিবে)

১। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য এবং গণনাযোগ্য চাকুরীর পরিমাণঃ............................

২। গণনাযোগ্য চাকুরী গণনার ক্ষেত্রে প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের সংক্ষিপ্ত কারণ, (যদি থাকে)ঃ...

৩। নিরীক্ষান্তে অনুমোদনযোগ্য-

(ক) অবসরভাতার পরিমাণঃ ....

(খ) এককালীন আনুতোষিকের পরিমাণঃ ....

(গ) অর্জিত ছুটি নগদায়নের পরিমাণঃ ....

৪। ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত পরিমাণ সম্পর্কে ....
প্রশাসন বিভাগের সহিত দ্বিমত পোষণের
সংক্ষিপ্ত কারণঃ

৫। অবসরভাতা প্রাপ্যতা শুরু হইবার তারিখ ....

অডিট বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ

(প্রশাসন বিভাগ পূরণ করিবে)

১। অবসরভাতার হিসাব নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উহার হিসাব সঠিক পরিমাণ ....

২। অবসরভাতার বা এককালীন আনুতোষিক বা অর্জিত ছুটি নগদায়নের ইস্যুর নম্বর ....
তারিখ ....

প্রশাসন বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল
তৃতীয় ভাগ
[প্রবিধান ২৮ (২) দ্রষ্টব্য]
(অবসরভাতা, ইত্যাদি প্রদানের আদেশ)

নম্বর	তারিখ .... খ্রিস্টাব্দ / বঙ্গাব্দ

অবসরভাতার শ্রেণী ও উহা মঞ্জুরীর আদেশের তারিখ	অবসরভাতা গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ চিহ্ন	উচ্চতা মিটার/সেন্টিমিটার	জন্ম তারিখ	অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা	প্রদেয় মাসিক অবসর ভাতার পরিমাণ

পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এতদ্দ্বারা জনাব/বেগম .... এর অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতেঃ

(ক) নীট অবসরভাতার হিসাবে .... টাকা মঞ্জুর করা হইল। উক্ত অবসরভাতা প্রত্যেক মাস শেষ হইবার পর তাহাকে বা মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(খ) .... টাকা সমর্পণের বিপরীতে .... টাকা এককালীন মঞ্জুর করা হইল, যাহা এককালীন তাহাকে বা মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

(গ) অর্জিত ছুটির নগদায়ন বাবদ .... টাকা মঞ্জুর করা হইল, যাহা তাহাকে মনোনীত ব্যক্তি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব/বেগম .... কে প্রদানযোগ্য হইবে।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

তৃতীয় তফসিল
চতুর্থ ভাগ
[প্রবিধান ২৮ (৩) দ্রষ্টব্য]
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কর্মচারী অবসরভাতা পরিশোধ বহি

পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

১। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ও সর্বশেষ পদ ....

২। অবসরভাতা গ্রহণকারীর নাম ....

৩। কর্মচারী বা অবসরভাতা গ্রহণকারীর ঠিকানা ....

অবসরভাতার প্রাপ্যতা ও অনুমোদনের তারিখ	জন্ম তারিখ	অবসরভাতার প্রকৃতি	মাসিক মোট অবসরভাতার পরিমাণ

সূত্র নং ....

তারিখ ....

পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রদান করুন

জনাব/বেগম...................নীট অবসরভাতা......................(টাকা কথায়).......................টাকা যাহা প্রত্যেক মাস শেষ হওয়ার পর পরিশোধযোগ্য এবং সমর্পিত অবসরভাতার বিপরীতে এককালীন .... টাকা আনুতোষিক প্রদান করুন।

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

বোর্ডের আদেশক্রমে,

মোঃ মুনসুর আলী সিকদার এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
চেয়ারম্যান।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd